37

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG 1-1 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

# যে ধারায় ছাত্র রাজনীতি চলছে তার পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে ॥ সেমিনারে দিনব্যাপী আলোচনা

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্রনেতারা প্রায় অভিন্ন কণ্ঠে বলেছেন, এখন যে ধারায় ছাত্র রাজনীতি চলছে, তার পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিজ) মঙ্গলবার এই সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার পর তার ওপর অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় ছাত্র রাজনীতি স্থায়ী অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার দাবিটি ঘুরে ফিরে স্থান পায়। তবে এ প্রশ্নে আলোচকরা স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

বিজ-এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোস্তফা কামালউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, স্বাগত ভাষণ দেন বিজ-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শাহেদুল আনাম খান।

প্রধান অতিথি'র ভাষণে উপাচার্য বলেন, বিশ্ব যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে ছাত্রদেরকে এখন আর ২/৩টি বিষয়ে জানলেই চলছে না, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ৮/৯ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন হচ্ছে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। সন্ত্রাস, পরীক্ষায় নকল অনেক কমে গেছে, শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় অনেক মনোযোগী হয়েছে। তিনি বলেন, এটা আমার চেষ্টায় হয়নি, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই বুঝতে পেরেছে নিজেকে এভাবে গড়ে তোলা ছাড়া টিকে থাকা যাবে না। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে দেখা দেয়া বিতর্ক সম্পর্কে তিনি বলেন, এ জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়, বাইরের শক্তি এ জন্য দায়ী। উপাচার্য বলেন, এখন নতুন ধরনের ছাত্র রাজনীতি দরকার যা তাদের নিজেদের জন্য যেমন কল্যাণকর হবে তেমনি দেশের জন্যও হবে।

সভাপতির ভাষণে বিজ-এর চেয়ারম্যান বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান ছাত্র রাজনীতি দুঃখজনকভাবে জাতীয় রাজনীতিরই বর্ধিত রূপ- সন্ত্রাস, হল দখল ইত্যাদি যার বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও বলেন, অসুস্থ রাজনীতিতে ছাত্ররা বুঝে অথবা না বুঝে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সেমিনারে যেসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় তার মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারপারসন নাসিম বানু বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের জন্য ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করেন। এর সমর্থনে তিনি বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বলে সেখানে কোন সেশন জট নেই, অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আছে গড়ে ৩ বছর করে। তিনি বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৯৮২ জন ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকের মাসিক খরচ যদি এক হাজার টাকাও ধরা হয় তাহলেও সেশন জটজনিত অতিরিক্ত ৩ বছরের শিক্ষা জীবনের জন্য তাদের পিছনে অভিভাবকদের ব্যয় হয় ২১ কোটি ৫৩ লাখ ৫২ হাজার টাকা। এই হিসাব থেকেই স্পষ্ট সেশন জট অর্থনীতিতে কি বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মঞ্জুরে খোদা টরিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী সাবরিনা সেশন জটের জন্য শুধু ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করার বিরোধিতা করে বলেন, এক বছর আগে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়েও তারা এখনও রেজাল্ট পাননি। রেজাল্ট দিতে এই দেরির জন্য শিক্ষকদের সময়মতো খাতা না দেখাই মূলত দায়ী। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া প্রসঙ্গে টরিক বলেন, জরিপ করলে দেখা যাবে দেশের অধিকাংশ মানুষই জাতীয় রাজনীতির উপর ক্ষুব্ধ। তাহলে কি দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিতে হবে নাকি রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল-এর ছাত্র শেখ মাসুদুর রহমান ছাত্র রাজনীতির গতি প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছাত্র সমাজের শক্তিকে ঠিকমতো কাজে লাগানো হয়নি বলেই ছাত্র রাজনীতি গঠনমূলক না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। মিরপুর বাংলা কলেজের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদের খুব কম সংখ্যকই তাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস, মূল দলের নেতানেত্রীদের জন্ম-মৃত্যু দিবসের তারিখ জানে। তিনি আরও বলেন, গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ছাত্র রাজনীতি তার নিজস্ব শক্তি হারিয়েছে, এখন মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অন্যান্য নেতা, শিল্পপতি এমনকি অনেক শিক্ষকও ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করে মাসুদ বলেন, রাজনীতির সঙ্গে না জড়িয়েও যে ক্যাম্পাস ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দাবি আদায় বা আন্দোলন করা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ঘটনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই উদাহরণের বিরোধিতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংগঠনের নেত্রী নাদিয়া সুলতানা নদী। তিনি বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আন্দোলন কোন সংগঠনের ব্যানারে না হলেও ছাত্র নেত্রীরা এ আন্দোলনের প্রথম কাতারেই ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জিনাত হুদা বিতর্কিত ছাত্র রাজনীতির জন্য ছাত্রদের ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করার বিরোধিতা করে বলেন, ছাত্র রাজনীতি যেটুকুই নষ্ট হয়েছে তা অভ্যন্তরীণ কারণে হয়নি বাইরের শক্তির চাপে, ইঙ্গিতে বা প্রলোভনে হয়েছে। তিনি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তাঁর দুই সহকর্মী শান্তনু মজুমদার ও জামালউদ্দিন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিরোধিতা করে বলেন, বন্ধ করা হলে যে স্থান শূন্য হবে তা শূন্য থাকবে না, যারা তা পুরণ করতে আসবে তারা সবার জন্য আরও ক্ষতিকর হতে পারে। অন্যদিকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কামালউদ্দিন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক নকিব নসরুল্লাহ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মাসুম ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে বলেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কালাম শাহেদ ছাত্রদের পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষক রাজনীতিরও সমালোচনা করে বলেন, রাজনীতিকদের সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের সংখ্যা খুবই কম, বাকিরা ক্যাম্পাসে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশই চায়। অনেক শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায় ক্লাস নেয়ার সময় পান না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।